মাতৃ চেতনা

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

মাতৃ চেতনা

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা,

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৫/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড,

কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রকাশকঃ

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম প্রকাশ — ১০ই জুলাই, ১৯৯৮

বর্তমান বইটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য নয়। একান্তভাবে বিনামূল্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিতরণ করবার জন্য প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা - ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ - বাবুল দে

মুদ্রক ঃ গণ প্রকাশণী
৯, রাধানাথ মল্লিক লেন,
কলিকাতা - ৭০০০১২

পূর্বভাষণ

মাটি এবং মানুষ —দুই নিয়েই দেশ। দেশকে আমরা মা বলে জানি, দেশের মানুষকে ভাই বলে মানি। কিন্তু কখনও কখনও আমাদের **মাতৃচেতনা** বিলুপ্ত হয়। তখন ধর্ম এবং জাত-পাতের জিগির তুলে একে অন্যকে শত্রু ভাবতে আরম্ভ করি। দেশে, সমাজে, এক এক সময় এ রকম অন্ধকার আসে। তখন আলোর প্রয়োজন পড়ে। শিক্ষা সেই আলো। আমরা পড়াশুনো করি বিদ্বান হব বলে নয়, মানুষ হব বলে। মানুষকে মানুষ হিসাবে জানব বলে। সেই জানা ছোট বেলা থেকেই শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বে এই জানা এবং জানানোর প্রচেষ্টা নানা ধরণের সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তাই একুশ শতকের উপযোগী শিক্ষা নিয়ে ইউনেস্কোর কাছে পেশ করা জাক্ ড্যেলরের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কমিশন শিক্ষার যে চারটি মূল স্তম্ভ চিহ্নিত করেছে সেগুলি হল ঃ জানতে শেখা, সামাজিক অভিজ্ঞতার নিরীখে যথাযথ ভাবে কাজ করতে শেখা, একসঙ্গে বাঁচতে শেখা, এবং মানুষ হতে শেখা। কমিশনের সুপারিশগুলির অন্যতম হল ঃ শৈশব থেকে শিশুকে তার চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে করে সে নিজেকে এক বৃহৎ মানব পরিবারের সদস্য হিসাবে ভাবতে পারে।

আমাদের দেশের বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায়শঃ এক ধরণের আত্মকেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই আত্মকেন্দ্রিকতা মাঝে-মাঝে এমন প্রবলভাবে তাদের গ্রাস করে যে, স্বদেশ তো দূরের কথা, নিজের গর্ভধারিণী মায়ের কথাও তারা ভুলে যায়। ফলতঃ এই বাংলার মাটিতেও আজ বৃদ্ধাশ্রমের উপস্থিতি। এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জননী এবং জন্মভূমির ধারণাকে পল্লবিত করার শুভ প্রচেষ্টায় "**মাতৃচেতনা**" নামাঙ্কিত বর্তমান বইটি সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছি।
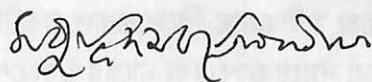
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, সুকান্ত প্রভৃতি কবিরা নানা সময়ে দেশ এবং মায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গান রচনা করে গেছেন। সে সব গানের মধ্যে যেগুলি বহুশ্রুত এবং সমবেত ভাবে গাওয়ার উপযোগী বলে মনে করেছি সেই ধরণের কিছু গান বর্তমান বইয়ে সঙ্কলিত করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে একটি বইয়ে সঙ্কলিত বিভিন্ন কবির লেখা গানগুলি গেয়ে **মাতৃচেতনা ও স্বদেশ ভাবনায়** উজ্জীবিত হয় এবং নিজেদের শুধু ভারতবাসী নয় উপরন্তু বিশ্ববাসী ভাবতে পারে সেই শুভ প্রচেষ্টায় এই বই প্রকাশের উদ্যোগ।

বিগত আড়াই বছর ধরে পশ্চিবঙ্গের নানা প্রান্তে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুবাদে আমার মনে হয়েছে যে **মাতৃচেতনা** প্রসারের ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিই হল উপযুক্ত মাধ্যম। এবং এই কাজে প্রাথমিক শিক্ষকেরাই অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। কারণ ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকের মধ্যে নিবিড়তম যোগাযোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেই বিশেষভাবে বিদ্যমান। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষকেরা যাতে এই বইয়ের সাহায্য নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে **মাতৃচেতনার** বীজ বপন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে বিনামূল্যে এই বই বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের প্রার্থনা ছাড়াও যদি শিক্ষক ও ছাত্ররা সমবেত কণ্ঠে এই বইয়ে সঙ্কলিত অন্ততঃ দু-তিনটি গান গাওয়া অভ্যাস করেন, তাহলে আনন্দ পাঠের একটি মূল উপাদান বাস্তবায়িত হবে। আমি আরও আশা করি যে এই বইয়ে সঙ্কলিত বহুমূল্য গানগুলি গাওয়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা কেবলমাত্র তাদের **মাতৃচেতনাকে** বাড়িয়ে তুলবে না উপরন্তু তাদের মধ্যে লুকানো প্রতিভা নিজেরাই আবিস্কার করতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত কান্তি বিশ্বাস **মাতৃচেতনা** বইটি সঙ্কলন ও প্রকাশনার কাজে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক মর্ম্মর মুখোপাধ্যায় তাঁর নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও গানগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই সুযোগে তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

মাতৃচেতনা বইটি সংকলন ও সম্পাদনার কাজে অন্যান্য যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক সুজিত মুখার্জ্জি, অধ্যাপক ফাল্গুনী চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক অমিতাভ দাস এবং শ্রীমতী গার্গি ব্যানার্জি ও শম্পা গুপ্ত। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১০ই জুলাই, ১৯৯৮

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী।।
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী।।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন—
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি!
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী—
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?।

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 'আয়' ব'লে ওই ডেকেছে কে,

সেই গভীর স্বরে উদাস করে— আর কে কারে ধরে রাখে?।

যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে—সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?।

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে—

সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।।

কত দিনের সাধনফলে মিলেছি আজ দলে দলে—

আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয়রে মাকে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,

এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—

বন্দে মাতরম্।।

আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,

আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—

বন্দে মাতরম্।।

আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,

অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব-হেলায়।

টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,

তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—

বন্দে মাতরম্।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।।

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি।।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা, তোমার রাখাল তোমার চাষি।।
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক — মুখ তুলে আজি চাহো রে ।।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি নির্ভয়ে আজি গাহো রে ।।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী,এ নহে স্বপন — আসিবে সেদিন আসিবে ।।
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ — না থাকে কলহ, না থাকে বিষাদ—
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ— বিমল প্রতিভা বিকাশে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।।
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।।
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।।
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।।
ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* * * * * * * *

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ।।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ।।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে।।
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি,
রতনপ্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,
মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবনমাঝে।।
আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে।
আজি প্রফুল্ল কুসুমে নব সুগন্ধ উঠিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা,
নবসঙ্গীততালে গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে সাজো সাজো নব সাজে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।।
করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ?।
কিছু মোর নেই ক্ষমতা সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে।।
নেব গো মেগে-পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে —
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।।
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।।
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ—
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা।।
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি—
আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা।।
মানের আশে দেশ বিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে—
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা।।
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃমন্দির-পুন্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে

বর -পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে।

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।

ঘন তিমিররাত্রির চির প্রতীক্ষা

পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতিদীক্ষা,

যাত্রীদল সব সাজ' হে।

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।

বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,

জয় তপস্বিরাজ হে।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে।

এস' বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,

সকল সাধক এস' হে, ধন্য কর' এ দেশ হে।

সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস' দুঃসহদুঃখভাগী—

এস' দুর্জয় শক্তি সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

এস' জ্ঞানী, এস' কর্মী নাশ' ভারতলাজ হে।

এস' মঙ্গল, এস' গৌরব,

এস' অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,

এস' তেজঃ সূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে

বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে।

শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।

জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,

জয় তপস্বিরাজ হে,

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে—
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীরদর্পে পৌরুষ গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ ।।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য
কে করে মোচন ?
উঠ, জাগো, সবে বলো— মাগো !
তব পদে সঁপিনু পরাণ ।।
এক তন্ত্রে করো তপ, এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে
নব-নব জ্ঞান।
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান ।।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব ন্যায়
তাহাতে জীবন করো দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান
এক পথে এক সাথে চলো
উড়াইয়ে একতা-নিশান ।।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি গো তোমার চরণে, জননী! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান
ভক্তি অশ্রু সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান!
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননী, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহি না মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

জান কি জননী জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত,
হায় মা! যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত।
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সয়েছি মা সুখে তোমারি জন্য
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান।

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা
মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি।
চাহি না ক' কিছু, তুমি মা আমার,—এই জানি শুধু নাহি জানি আর
তুমি গো জননী হৃদয় আমার, তুমি গো জননী আমার প্রাণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আয় ভারত সন্তান হয়ে একপ্রাণ।
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান।
একবার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি-অভিমান।
নিরন্তর যার তরে,
ফেলিতেছি অশ্রুধারে,
হৃদে সে দারুণ চিন্তা হবে রে তোর নিব্বাণ।
আয় ভারত-সন্তান হয়ে একপ্রাণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

একবার গালভরা মা ডাকে
মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্ মাকে।।
ডাক্ এমনি ক'রে আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক্ ভ'রে।
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্ যেখানে যে থাকে।।
দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাক্ রে মা মা ব'লে,
আর নেচে নেচে আয় রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে।
মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধ'রে আন্‌রে মায়ে লুটে,
ছেলের শুন্‌লে সে ডাক্ দেখব সে মা কেমন ক'রে থাকে।
দিয়ে করতালি মা মা বলি' ডাক্‌রে এম্‌নি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে;
মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে চক্ষু দুটি মুদে।।
আমার গান ভেসে যাক্ প্রাণ ভেসে যাক্ দেখি শুধুই মাকে।।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কি মাধুর্য্য জন্মভূমি জননী তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন;
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার।।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যা'র ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।
অশোক যাহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।
তুই কি না মাগো তাদের জননী, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ!

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যা'র তিব্বত, চীন, জাপানে গড়িল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ!

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো না সেই ধন্য দেশ,
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরা আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি ত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভারত আমার ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ জননী, দর্শনে উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি ধর্ম-শিক্ষা।
ভারত আমার ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।।

ভগবদ্ গীতা গাইল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল "সোহ হং" ধর্ম।

আর্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল সেখানে বেদের স্তোত্র;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র!
তা'দের গরিমা স্মৃতির বর্মে চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ —
যা'দের গরিমাময় এ অতীত তা'রা কখনই নহে মা তুচ্ছ।

ভারত আমার ভারত আমার সকল মহিমা হউক খর্ব;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব।
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ লুপ্ত হয় এ মানব বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত তাদের কখনো হবে না ধ্বংস।

চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ!
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে, আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে "জয় মা জননী! জগত্তারিনী! জগদ্ধাত্রী!"
ধন্য হইল ধরণী, তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাহিল "জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!"

সদ্য স্নাত সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধু শীকর লিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ; চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ-দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে চুম্বি' তোমার চরণ প্রান্ত,
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।

জননী, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর-অন্ন, চরণে তোমার বিতর-মুক্তি;
জননী, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ;
জগৎ পালিনী! জগত্তারিণী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আর কিসের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা
প্রেমেরই গঙ্গা বো'ক,
মায়েরই রাজ্যে মায়েরই কার্যে
ফুটেছে আজ যে চোখ।।

মা যে রাজার কন্যা জগৎ মান্যা
ধনে ও ধান্যে ভরা,
অমৃতস্নিগ্ধ মায়েরই দুগ্ধ
পানে মুগ্ধা ধরা।
মায়েরই রাজ্যে মায়েরই কার্যে
ছুটেছে আজ যে লোক,
একই লক্ষ্য প্রীতি ও সখ্য
প্রাণেরই ঐক্য হোক।।

হও কর্মে বীর বাক্যে ধীর
মনে গভীর ভাব,
সে অপদার্থ যে পরমার্থ
ভাবে স্বার্থলাভ।
মায়েরই রাজ্যে মায়েরই কার্যে
ঘুচেছে আজ যে শোক
হবে সমৃদ্ধি শক্তি বৃদ্ধি
ছেড়োনা সিদ্ধিযোগ।

রজনীকান্ত সেন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ব ভাই;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

রজনীকান্ত সেন

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

কান্ডারী নাহিক কমলা, দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে;
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে।
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে তপঃ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।

জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।

কী জাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
এমন কোথা আর আছে গো!
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা—
মরি হায় হায় রে!
আছে কই এমন ভাষা,
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?

বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন
হেম মধু বঙ্কিম নবীন—
আরও কত মধুপ গো!—
ওই ফুলেরি মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীনে
আনল মালা জগৎ জিনে!—
গরব কোথায় রাখি গো?—
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' ব'লে;
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

অতুল প্রসাদ সেন

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

সবারে বাস্ রে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে,
আছে তোর যাহা ভালো
ফুলের মতো দে সবারে।

করি' তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী,
তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি—
ভবের বনে ভয় বা কারে ?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে ?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ও-পারে।

অতুল প্রসাদ সেন

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী ।

কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে
মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম আর এক ইংল্যান্ডবাসী ।

শনিবার বেলা দশটার পরে
জজকোর্টেতে লোক না ধরে
মাগো, হল অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ।

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর বেটা বেটি
মাগো, তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
ওদের করিস দাসী ।

দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেবো মাসির ঘরে
মাগো, ওমা তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি ।

প্রচলিত

আমার দেশের মাটি—
ও ভাই, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।।
এই দেশেরই মাটি-জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটি।।
এই মায়েরই প্রসাদ পেতে,
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ ক'রে ধন্য হ'তে
আসে কত জাতি।।
এই দেশেরই ধূলায় পড়ি'
মানিক যায় রে গড়াগড়ি,
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো
এই দেশেরই জীয়ন-কাঠি।।
এই মাটি এই কাদা মেখে,
এই দেশেরই আচার দেখে,
সভ্য হ'ল নিখিল ভুবন
দিব্য পরিপাটি।।
এই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে
জ্বাল্‌ল আলো ভালবেসে,
মা আঁধার রাতে একলা জাগে
আগ্‌লে রে ঐ শ্মশান-ঘাঁটি।।

নজরুল ইসলাম

আমার শ্যাম্‌লা বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।।
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে
ধূলি রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়।।
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লী গ্রামে একলাটি
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি,
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায়।।
কাজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে বেদের সাথে সাপ নাচায়।।
নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টীপ প'রে সন্ধ্যাতারার
ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়।।
হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে,
ভাটিয়ালী গায় ভাটির স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়।।

নজরুল ইসলাম

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্যা হ'য়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জ্জন।।
সকল জাতির পুরুষ-নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-দেবী, মা তোর পীঠস্থান।
সেথা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতব মা তোর সিংহাসন।।
সেথা রইবে নাকো ছোঁওয়াছুঁয়ি উচ্চ-নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিবে মাতৃনামের বেদ।
মোরা এক জননীর সন্তান সব, জানি,
ভাঙব দেওয়াল, ভুলব হানাহানি;
দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্ব্বজন।।
বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন।।

নজরুল ইসলাম

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা।।
তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটী পাতা।।
স্বর্গের ঐশ্বর্য্য লুটায় তোমার ধূলি-মাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-ভারতে।
ঊর্দ্ধে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার বিজয়-গাথা।।
আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতের প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো রূপ ধ'রে আসেন বিধাতা।।
ছেলের মুখে অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে,
দেখে শুনে হয় মা মনে, নেইক বিচার, নেই বিধাতা।।

নজরুল ইসলাম

আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও
জননী এসেছে দ্বারে,
সপ্তসিন্ধু — কল্লোল রোল
বেজেছে সপ্ত তারে।
সুর সপ্তক তুলেছে তান সপ্ত ঋষির গানে,
সপ্তস্বর্গে দুন্দুভি ঘোষে সপ্তগ্রহের টানে;
অন্তরে আজ সপ্ত দলের নব জাগরণ সাড়ে।
সাতরাঙা রবি রামধনু হাতে বরণের বান হানে—
সপ্তকোটি সুসন্তান বিজয় মাল্য আনে।
সপ্ত তীর্থ এক সাথ হয়ে হৃদি মন্দির দ্বারে
তুলে নাও বুকে তারে।
ওগো জননী এসেছে দ্বারে।

হীরেন বসু

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রু জলে।
কত বিপ্লবী বন্দীর রক্তে রাঙা
বন্দীশালার ঐ শিকল ভাঙা
তারা কি ফিরিবে না আজ সুপ্রভাতে ?
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।
যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি।
এস স্বদেশ ব্রতের মহা দীক্ষা লভি
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।
যারা জীর্ন জাতির বুকে জাগাল আশা
মৌন মলিন মুখে যোগাল ভাষা
আজ রক্ত কমলে গাঁথা মাল্যখানি
বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাদেরই গলে।

মোহিনী চৌধুরী

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হব রে ইন্ধন!
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে,
রক্ত পণে মুক্তি দেব ভারত-মাতারে।
মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন বঞ্চিত
তাদের তরে মুক্তি-সুধা করব সঞ্চিত।
চাষী মজুর দীন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই,
একস্বরে বলব মোরা স্বাধীনতা চাই।।
থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়
ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।
আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর।।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※